এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সদস্য দেশের তথ্যপত্র

এডিবি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার সহযোগী

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ: ২০১৭ সালে প্রতিশ্রুত ঋণ, অনুদান এবং কারিগরি সহায়তা
($ মিলিয়ন)

ঋণসমূহ		কারিগরি		
রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তাযুক্ত	রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তাহীন	সহায়তা	অনুদান	মোট
১,৯৮১.১৯	২০.০০	৮.৬৬	৮.০০	২,০১৭.৮৫

দ্রষ্টব্য:
এখানে প্রতিশ্রুত বলতে এডিবি'র পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত অর্থায়ন বোঝাবে, যার জন্যে ঋণগ্রহিতা, গ্রাহক বা বিনিয়োগ গ্রহণকারী কোম্পানি এবং এডিবি কর্তৃক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অনুদান ও কারিগরি সহায়তার মধ্যে এডিবি-পরিচালিত সহ-অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ: ক্রমপুঞ্জিত ঋণ, অনুদান ও কারিগরি সহায়তার প্রতিশ্রুতি[ক, খ, গ]

খাত	সংখ্যা	মোট পরিমাণ ($ মিলিয়ন)[ঘ]	%[ঘ]
কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন	১৭৯	২,৩৫৭.৯৩	১১.৩৬
শিক্ষা	৭৩	২,৩৯০.৪৮	১১.৫২
জ্বালানি	১০৭	৪,৯৩৬.৩৮	২৩.৭৯
অর্থ	৬৭	১,৯১০.৬৬	৯.২১
স্বাস্থ্য	২৯	২৭৬.৫৬	১.৩৩
শিল্প ও বাণিজ্য	৩২	৫০৭.২১	২.৪৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১	২.৮৬	০.০১
বহুখাত	১৭	৭৯২.৫১	৩.৮২
সরকারী খাত ব্যবস্থাপনা	৫১	৯৪৭.৫৮	৪.৫৭
পরিবহন	১১৩	৪,৭১২.৯৬	২২.৭১
পানি ও অন্যান্য নাগরিক অবকাঠামো এবং সেবা	৬২	১,৯১৫.১৭	৯.২৩
মোট	৭৩১	২০,৭৫০.২৯	১০০.০০

[ক] অনুদান ও কারিগরি সহায়তার মধ্যে এডিবি পরিচালিত সহ-অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত।
[খ] রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তাযুক্ত এবং নিশ্চয়তাহীন ঋণ এবং কারিগরি সহায়তা অন্তর্ভুক্ত।
[গ] প্রতিশ্রুতি প্রতিবেদনে প্রাথমিক খাত ব্যবহৃত।
[ঘ] সংখ্যাগুলোকে নিকটতম পূর্ণমান করার কারণে যোগফলগুলো পুরোপুরি নাও মিলতে পারে।

বাংলাদেশ: ধরন অনুযায়ী সাধারণ মূলধন থেকে রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তাহীন সহায়তার প্রতিশ্রুতি, ২০০৭-২০১৭

স্বাক্ষরিত সহায়তার সংখ্যা	৫
	পরিমাণ ($ মিলিয়ন)
ঋণ	১৪১.১০
ইকুইটি বিনিয়োগ	-
গ্যারান্টি	-
মোট	১৪১.১০

– = শূন্য

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে কাজ করছে এবং ১৯৮২ সালে ঢাকায় প্রথম মাঠ-কার্যালয় স্থাপন করেছে।

অন্যতম প্রধান সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে বিগত ২৫ বছরে বাংলাদেশ দারিদ্র্যের হার অর্ধেকেরও বেশি কমাতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করেছে এবং মার্চ ২০১৮ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিগত দশক জুড়ে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে এবং ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরে ৭.৩% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

১৯৭৩ সাল থেকে শুরু করে, এডিবি ২৭৯টি ঋণের আওতায় ২০.৪ বিলিয়ন ডলার, ৪৩২টি কারিগরি সহায়তার আওতায় ২৫৮.৪ মিলিয়ন, এবং ৩৫টি অনুদানের আওতায় ৭৮৭.১ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে। বাংলাদেশ এডিবি'র সহজ শর্তের ঋণের অন্যতম প্রধান গ্রাহক, এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ অন্যান্য অনুরূপ অর্থনৈতিক আকারসম্পন্ন দেশের তুলনায় এই ঋণ বেশী পেয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন তহবিল এবং অন্যান্য বিশেষ তহবিলের অর্থায়নে বাংলাদেশে সহজ শর্তের ঋণ ও অনুদানের সর্বমোট ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১৩.০৯ বিলিয়ন ডলার।

এডিবি'র সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ

বাংলাদেশ সহযোগিতা কৌশলপত্র, ২০১৬-২০২০'এর আওতায় এডিবি বর্তমানে বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে, যা বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এডিবি ২০১৭ সালে, বাংলাদেশের জন্য ৫টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে যার আওতায় মোট ঋণের পরিমাণ ১.৯৬ বিলিয়ন ডলার এবং কারিগরি সহায়তার পরিমাণ ৬ মিলিয়ন ডলার। এছাড়াও বাংলাদেশের জন্য এডিবি ৭৫৬.৮৫ মিলিয়ন ডলারের সহ-অর্থায়ন প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে।

ADB

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা জোরদার ও কার্যকারিতা উন্নয়ন প্রকল্প শীর্ষক ৬১৬ মিলিয়ন ডলার সহায়তার আওতায় সারাদেশে ৮৭৫,০০০ গ্রামীণ পরিবার'সহ ৯৫০,০০০ নতুন সংযোগ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটি দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে এবং গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালনের অপচয় (distribution losses) ২০% কমিয়ে আনার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের সক্ষমতা উন্নীত করবে।

তৃতীয় সরকারী-বেসরকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি (২৬০ মিলিয়ন ডলার) সরকারী-বেসরকারী সহযোগিতার মাধ্যমে, বিশেষত নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক প্রকল্পসমূহে, বাংলাদেশে অবকাঠামো বিষয়ক বিনিয়োগ বজায় রাখা ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি পূর্বতন অনুরূপ দু'টি প্রকল্পের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে যার উদ্দেশ্য হলো অবকাঠামো বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সহায়তা প্রদান এবং বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা।

তৃতীয় নগর শাসন এবং অবকাঠামো উন্নয়ন (খাত) প্রকল্প (অতিরিক্ত অর্থায়ন) শীর্ষক ২০০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর সেবা জোরদারকরণ অব্যাহত রাখা হবে। অতিরিক্ত ৫টি পৌরসভায় সেবা উন্নয়নে ও সম্প্রসারণে এ অর্থায়ন ব্যয় করা হবে।
এ প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত ২০,০০০ পরিবারকে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, এবং/বা শক্ত বর্জ্য সংগ্রহ সেবার ক্ষেত্রে নতুন বা উন্নত সুযোগ প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে অতিরিক্ত ৪টি শহরে কার্যকরীভাবে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়'সহ নগর শাসন উন্নীত হবে।

ঢাকা-উত্তর-পশ্চিম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করিডোর আরো উন্নত করা হচ্ছে তিনটি ধাপে, যথা: (ক) জয়দেবপুর-এলেঙ্গা অংশ ও বুড়িমাড়ি স্থল বন্দর, (খ) এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর অংশ, এবং (গ) রংপুর-বুড়িমারি অংশ। ২০১২ সালে অনুমোদিত দক্ষিণ এশিয়া উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (SASEC) ঢাকা-উত্তর-পশ্চিম করিডোর সড়ক প্রকল্পের পর্যায় ১-এর আওতায় জয়দেবপুর-এলেঙ্গা অংশের ৭০ কিলোমিটার সড়ক উন্নত করা হয়েছিলো। ৩০০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প পর্যায় ২-এর আওতায় এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর অংশের ১৯০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হবে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম নকশা অনুসরণ'সহ ফ্লাইওভার, এবং ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন ও সেতু নির্মিত হবে। ফুটপাত, রাস্তা পারাপারের সেতু, এবং ভূগর্ভস্থ পারাপার সেতুও নির্মিত হবে।

বেসরকারী খাতের সহায়তা

বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য অনুঘটক হিসাবে, এডিবি রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তাবিহীন সরকারী ও বেসরকারী খাতে সরাসরি ঋণ, ইকুইটি বিনিয়োগ, গ্যারান্টি, 'বি' ঋণ, এবং বাণিজ্য অর্থায়ন হিসাবে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০১৭ সালে এডিবি'র নিজস্ব তহবিলের অর্থায়নে ৩.১৭ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের ২৯টি রাষ্ট্রীয়-নিশ্চয়তাবিহীন সহ-অর্থায়ন অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৭ সালের জন্য প্রতিশ্রুত মোট সহায়তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭টি প্রকল্পে ২.২৯ বিলিয়ন ডলার। সাধারণ মূলধন থেকে অর্থায়ন অনুমোদন ও প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ২০১৭ সালে রেকর্ড ছাড়িয়েছে। এছাড়াও বাণিজ্যিক ও আনুষ্ঠানিক উৎস থেকে ৫.৯ বিলিয়ন ডলারের সহ-অর্থায়ন প্রাপ্তিতে সহায়তা দেয়া হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এডিবি'র সাধারণ মূলধনের অর্থায়ন এবং রাষ্ট্রীয়-নিশ্চয়তাবিহীন সহায়তার আওতায় প্রতিশ্রুত অর্থায়নের অবশিষ্ট পরিমাণ হলো ১০.২ বিলিয়ন ডলার।

এডিবি'র বাণিজ্য অর্থায়ন কর্মসূচি (TFP)-এর আওতায় বাণিজ্য সহায়তা হিসাবে সহযোগী ব্যাংকগুলো থেকে গ্যারান্টি ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাজার ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ: প্রকল্পের সফলতার হার

সাল	সফলতার হার (%)	স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়িত প্রকল্প এবং কর্মসূচির সংখ্যা
২০০৬	১০০.০	১
২০০৭	১০০.০	২
২০০৮	৬৬.৭	৩
২০০৯	৬৬.৭	৩
২০১০	০.০	১
২০১১	১০০.০	৪
২০১২	১০০.০	৪
২০১৩	১০০.০	৩
২০১৪	১০০.০	৪
২০১৫	৭৫.০	৪
২০১৬	৮০.০	৫
২০১৭	১০০.০	৩
মোট	৮৬.৫	৩৭

দ্রষ্টব্য: "সাল" বলতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রচারের বছরকে বোঝানো হয়। আগের বছরের তথ্যপত্রে উল্লিখিত অঙ্কের সাথে তুলনায় এখানে প্রদত্ত সাফল্যের হার নির্ণীত হয়েছে শুধু নিরীক্ষিত PCR এবং স্বাধীনভাবে মূল্যায়িত কর্ম মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে; এবং এখানে নিজস্ব মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। নমুনার আকার ছোট হলে সাফল্যের হার পুরো দেশে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের প্রতিনিধিত্বশীল নাও হতে পারে।

সূত্র: পিসিআর যাচাই প্রতিবেদন এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্প/কর্মসূচি সাফল্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন রেটিং ডাটাবেজ।

বাংলাদেশ: সহ-অর্থায়ন প্রকল্পসমূহ, ১ জানুয়ারি ২০১৩ - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

সহ-অর্থায়ন	প্রকল্পের সংখ্যা	পরিমাণ ($ মিলিয়ন)
প্রকল্প[ক]	২৮	৫,২১৮.২০
অনুদান	১১	২৫৪.১৮
আনুষ্ঠানিক ঋণ	২০	৩,৬০১.০৭
বাণিজ্যিক সহ-অর্থায়ন	৩	১,৩৬২.৯৫
কারিগরি সহায়তা অনুদান	২৪	১৮.৩৯

[ক]একের অধিক উৎস থেকে সহ-অর্থায়নপ্রাপ্ত প্রকল্পকে এখানে একটি হিসাবে গণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ: রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তাযুক্ত ঋণ ও অনুদানের পোর্টফোলিও মানের সূচক, ২০১৬-২০১৭

চলমান ঋণের সংখ্যা[ক] (৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)		৬৪
	২০১৬ ($ মিলিয়ন)	২০১৭ ($ মিলিয়ন)
চুক্তি স্বাক্ষর[খ, গ]	৯৯৫.৮২	১,০২৭.৩৫
অর্থছাড়[খ]	৮২২.৫৯	৮১১.২০
চলমান ঋণের সংখ্যা[ক] (৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)		-
	২০১৬ ($ মিলিয়ন)	২০১৭ ($ মিলিয়ন)
চুক্তি স্বাক্ষর[খ, গ]	-	-
অর্থছাড়[খ, ঘ]	-	-
প্রকৃত সমস্যাযুক্ত প্রকল্প (%) (৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)		৪

– = শূন্য

[ক] প্রতিশ্রুত পরিমাণের ভিত্তিতে

[খ] বন্ধ হয়ে যাওয়া ঋণ/অনুদান এখানে অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর চুক্তি সম্পাদন বা অর্থছাড় এ বছরে করা হয়েছে।

[গ] নীতিমালা-ভিত্তিক ঋণ/অনুদান এখানে অন্তর্ভুক্ত নয়।

[ঘ] কেবল এশীয় উন্নয়ন তহবিল ও অন্যান্য বিশেষ তহবিল এখানে অন্তর্ভুক্ত

বাংলাদেশ: ঋণ, অনুদান ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ক্রয় চুক্তির অনুপাত

	২০১৬		২০১৭		ক্রমযোজিত (৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)	
কাজ	পরিমাণ ($ মিলিয়ন)	মোট পরিমাণের %	পরিমাণ ($ মিলিয়ন)	মোট পরিমাণের %	পরিমাণ ($ মিলিয়ন)	মোট পরিমাণের %
মালামাল, কাজ ও প্রাসঙ্গিক সেবাসমূহ	৫৭৬.৮০	৫.১১	৫৮৯.৮৯	৫.৬৬	৮,০৬৮.৯১	৪.৭৭
পরামর্শ সেবা	২১.২৩	৩.৩৮	১৬.১২	২.১৭	২৩৫.০৫	১.৯৬
মোট ক্রয়	৫৯৮.০৩	৫.০২	৬০৬.০১	৫.৪৩	৮,৩০৩.৯৬	৪.৫৮

এডিবি'র ঋণ ও অনুদান প্রকল্পে মালামাল, কাজ ও প্রাসঙ্গিক সেবা সরবরাহে নিযুক্ত বাংলাদেশের সেরা ৫ ঠিকাদার/ সরবরাহকারী, ১ জানুয়ারি ২০১৩ - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

ঠিকাদার/ সরবরাহকারী	খাত	চুক্তির পরিমাণ ($ মিলিয়ন)
ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লি.	পরিবহন	৪০৩.৮৩
সি.টি	পরিবহন	৮৩.২৩
স্যামহোয়ান কর্পোরেশন অ্যান্ড মির আখতার (JV)	পরিবহন	৪৫.২০
আরএফএল প্লাসটিকস লি.	শিক্ষা, গণখাত ব্যবস্থাপনা, পানি ও অন্যান্য নগর অবকাঠামো সেবাসমূহ	৪২.৯২
আব্দুল মোনেম লি. অ্যান্ড এইচসিএম (JV)	পরিবহন	৩৮.৭৮
অন্যান্য		১,৭১৫.৭২
মোট		২,৩২৯.৬৯

এডিবি'র ঋণ, অনুদান ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক সেবা চুক্তিতে বাংলাদেশের সেরা ৫ পরামর্শক, ১ জানুয়ারি ২০১৩ - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

পরামর্শক	খাত	চুক্তির পরিমাণ ($ মিলিয়ন)
এসএমইসি বাংলাদেশ লি.	পরিবহন	১৪.১১
ই. জেন কনসালট্যান্টস লি.	কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ, ও গ্রামীণ উন্নয়ন; শিক্ষা, জ্বালানি, শিল্প ও বাণিজ্য, গণখাত ব্যবস্থাপনা	১২.৪৫
বিইটিএস কনসালটিং সার্ভিসেস লি.	কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবহন	৭.০২
রিসোর্স প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লি.	পানি ও অন্যান্য নগর অবকাঠামো সেবাসমূহ	৫.৭১
অ্যাকুয়া কনসালট্যান্ট অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস লি. (JV)	পানি ও অন্যান্য নগর অবকাঠামো সেবাসমূহ	৩.৩৩
স্বতন্ত্র পরামর্শক		১৩.৩০
অন্যান্য		২১.৬৬
মোট		৭৭.৫৮

২০০৯ সাল থেকে এডিবি'র TFP-এর আওতায় উন্নয়নশীল এশিয়া অঞ্চল জুড়ে নিত্যপণ্য ও ভৌত সম্পদ (capital goods) থেকে শুরু করে চিকিৎসা উপকরণ ও ভোগ্যপণ্য খাতে ১৬,৫০০-এর অধিক প্রকল্পের মাধ্যমে ১২,০০০-এর অধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় উদ্যোগে ৩০ বিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থায়ন সহায়তা দেয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে TFP-এর আওতায় প্রায় ৩,৫০০ লেনদেনের মাধ্যমে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের বাণিজ্যে সহায়তা দেয়া হয়েছে।

সহ-অর্থায়ন

সহ-অর্থায়ন কার্যক্রমের ফলে এডিবি'র অর্থায়ন সহযোগী, সরকার বা তাদের সংস্থাসমূহ, বহুমুখী অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো এডিবি প্রকল্পে অর্থায়নের সুযোগ পায়। আনুষ্ঠানিক ঋণ ও অনুদান, কারিগরি সহায়তা, সহজ শর্তের অন্যান্য অর্থায়ন, এবং 'বি' ঋণ, ঝুঁকি স্থানান্তর ব্যবস্থাপনা, সমান্তরাল ঋণ ও ইকুইটি, গ্যারান্টি সহ-অর্থায়ন, এবং এডিবি'র বাণিজ্য- অর্থায়ন কার্যক্রম (TFP) এবং সাপ্লাই চেইন অর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় সহ-অর্থায়ন লেনদেনের ন্যায় বাণিজ্যিক সহ-অর্থায়ন হিসাবে অতিরিক্ত তহবিল দেয়া হয়।

১৯৭৪ সাল থেকে ২০১৭ সালের শেষ নাগাদ, বাংলাদেশের জন্য প্রত্যক্ষ মূল্য সংযোজিত আনুষ্ঠানিক সহ-অর্থায়নের প্রতিশ্রুত ক্রমযোজিত পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০টি বিনিয়োগ প্রকল্পে ৭.৮৫ বিলিয়ন ডলার এবং ১০১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে ৮৫.০৮ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের জন্য প্রত্যক্ষ মূল্য সংযোজিত বাণিজ্যিক সহ-অর্থায়নের ক্রমযোজিত পরিমাণ ৪টি বিনিয়োগ প্রকল্পে ২.০২ বিলিয়ন ডলার।

২০১৭ সালে জাপান ও কোরিয়া সরকার এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক থেকে ৫টি বিনিয়োগ প্রকল্পে বাংলাদেশ ৭৫৬.৮৫ মিলিয়ন ডলার সহ-অর্থায়ন ঋণ, এবং জাপান সরকার এবং নগর অর্থায়ন সহযোগিতা প্রকল্পের আওতায় আরবান ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ট্রাস্ট ফান্ড থেকে ২টি বিনিয়োগ প্রকল্পে ৮ মিলিয়ন ডলার সহ-অর্থায়ন অনুদান পেয়েছে।

১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সহ-অর্থায়ন প্রকল্পগুলোর সার-সংক্ষেপ পাওয়া যাবে নিচের লিঙ্কে:
www.adb.org/countries/bangladesh/cofinancing

অংশিদারিত্ব

এডিবি বাংলাদেশের জ্বালানি, পরিবহন ও শিক্ষা খাতে একটি প্রধান বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা।

SASEC চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ প্রকল্প এবং মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহ-অর্থায়ন করেছে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব কোরিয়া এবং SASEC ঢাকা উত্তর-পশ্চিম করিডোর সড়ক প্রকল্পে সহ-অর্থায়ন করেছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি।

বাংলাদেশ সরকার ও এর উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত স্থানীয় পরামর্শক দলের সক্রিয় সদস্য এডিবি।

ক্রয়

প্রতি বছর এডিবি এর উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলোতে প্রকল্প ও কর্মকাণ্ড অর্থায়নে ঋণ, অনুদান ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে এবং মালামাল, কাজ ও পরামর্শক সেবা ক্রয়ের জন্য কয়েক বিলিয়ন ডলার প্রদান করে থাকে। এগুলোর অধিকাংশ চুক্তিই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে, এবং এতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা এর বাইরের এডিবি'র সদস্য দেশের প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারেন।

এডিবি'র ক্রয় চুক্তির অনুপাত

মালামাল, কাজ ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ঋণ ও অনুদান সহায়তার আওতায় মালামাল, কাজ ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহে এডিবি'র ক্রয় চুক্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০১৬ সালে ১১.২৮ বিলিয়ন এবং ২০১৭ সালে ১০.৪৩ বিলিয়ন ডলার। ১৯৬৬ সাল থেকে ক্রমযোজিত ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১১,৩১৬টি চুক্তি মিলিয়ে ১৬৯.১২ বিলিয়ন ডলার।

১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশে ঠিকাদার ও সরবরাহকারীদেরকে ৮.০৭ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের ২৩,৮৩৫টি চুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

পরামর্শক সেবা

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ঋণ ও অনুদান সহায়তার আওতায় পরামর্শক সেবাসমূহে এডিবি'র ক্রয় চুক্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০১৬ সালে ৬২৭.৭৯ মিলিয়ন এবং ২০১৭ সালে ৭৪১.৮৪ মিলিয়ন ডলার। ১৯৬৬ সাল থেকে পরামর্শক সেবা ক্রয়ের ক্রমযোজিত পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৫,৪২০টি চুক্তি মিলিয়ে ১২.০২ বিলিয়ন ডলার।

১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশে পরামর্শকদেরকে ২৩৫.০৫ মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের ১,৬২৪টি চুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

কর্মপরিচালনার চ্যালেঞ্জসমূহ

২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি এদেশে এডিবি'র কর্মপরিচালনা বিষয়ে যৌথ পর্যালোচনা অব্যাহত রেখেছে। এখানে আলোচ্য বিষয়াদির মধ্যে ছিলো চুক্তি স্বাক্ষর ও অর্থছাড়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; বাস্তবায়ন সক্ষমতা, কারিগরি নকশা, ক্রয়, এবং পরামর্শক নিয়োগ, প্রকল্প প্রস্তুতি, প্রকল্পের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন; এবং পরিবেশ, ভূমি অধিগ্রহণ, এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন।

এসকল পর্যালোচনার মাধ্যমে এডিবি দ্রুত ও কার্যকরীভাবে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়। সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাস্তবায়ন উপযোগী করতে প্রকল্পের প্রস্তুতিমূল প্রস্তুতিমূলক কাজের অর্থায়ন; এবং পরিবেশ, ভূমি অধিগ্রহণ, এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন বিষয়ে কারিগরি নকশা জোরদারকরণে এডিবি সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। ২০১৭ সাল থেকে কার্যকর এডিবি'র নতুন ক্রয় নীতিমালা ও বিধি-বিধানের মাধ্যমে ক্রয়কাজ ও পরামর্শক নিয়োগ দ্রুততর হবে

এবং সেইসাথে প্রকল্পের পুরো সময় জুড়ে আরো বেশী সহজ ও কার্যকরীভাবে অর্থব্যয়ের ঝুঁকি তত্ত্বাবধান নিশ্চিত হবে।

ভবিষ্যত দিক-নির্দেশনা

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় এডিবি সহায়তা দেবে। এডিবি আঞ্চলিক পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো-সংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহে সহায়তা প্রদান করবে যার ফলে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও করিডোর উন্নয়ন জোরদার হবে । এছাড়াও এডিবি বাংলাদেশের সড়ক ও রেল ব্যবস্থা, সমুদ্র বন্দর, এবং নগর গণপরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়তা করবে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও জ্বালানি পরিবহন ও বিতরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ, এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থার আন্তঃসংযোগ উৎসাহিতকরণেও এডিবি কাজ করবে। উন্নত শিক্ষা ও দক্ষতা সৃষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, গ্রামীণ অবকাঠামো, এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এডিবি সহায়তা দেবে। সরকারী-বেসরকারী সহযোগিতা জোরদারকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নেও কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখবে এডিবি।

উল্লিখিত খাত ও উপখাত মিলিয়ে ২০১৮-২০২০ সালে ৪৩টি প্রকল্প এডিবি'র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৮-২০২০ সালের কারিগরি সহায়তা কার্যক্রমের মধ্যে ১৬.৫ মিলিয়ন ডলারের (সহ-অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত) ২২টি প্রকল্প রয়েছে।
দেশের চাহিদা ও সক্ষমতার নিরিখে অর্থায়নযোগ্য অপেক্ষমান প্রকল্পের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। জেন্ডার মূলধারাকরণ, সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনের বিষয়গুলো বাংলাদেশে এডিবি'র কর্মপরিচালনার অন্যতম প্রধান বিষয় হিসাবে বজায় থাকবে।

বাংলাদেশ ও এডিবি সম্পর্কে

এডিবি সদস্যপদ: ১৯৭৩ সাল

শেয়ার ও ভোট দেওয়ার ক্ষমতা

শেয়ারের সংখ্যা:	১০৮,৩৮৪ (মোট শেয়ারের ১.০২১%)
ভোট:	১৪৭,৯৯১ (মোট সদস্যপদের ১.১১৫%, মোট আঞ্চলিক সদস্যপদের ১.৭১২%)
সার্বিক মূলধন চাঁদা:	১.৫৪ বিলিয়ন ডলার
মূলধন চাঁদা পরিশোধ:	৭৭.১৯ মিলিয়ন ডলার

বিশেষ তহবিলে অনুদান

বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা বিশেষ তহবিল (TASF)-এ অংশগ্রহণ করেছে, যার আওতায় ঋণগ্রহিতা সদস্যদেশগুলোকে প্রকল্প প্রস্তুতি ও কারিগরি বা নীতি-নির্ধারণী গবেষণায় সহায়তা করতে অনুদান প্রদান করে থাকে।

TASF-এ চাঁদা (প্রতিশ্রুত): ০.০৫ মিলিয়ন ডলার

ছত্রপতি শিবাজি পরিচালক হিসেবে এবং **মাহবুব আহমেদ** বিকল্প পরিচালক হিসেবে এডিবি'র পরিচালনা পর্ষদে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

মনোমোহন প্রকাশ বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর। বাংলাদেশ আবাসিক মিশন ১৯৮২ সালে খোলা হয়, এবং এই মিশন এডিবি ও সরকার, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের অংশীদার ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কর্মপরিচালনার প্রাথমিক যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ আবাসিক মিশন নীতি বিষয়ক সংলাপ, বাংলাদেশ সহযোগিতা কৌশলপত্র প্রণয়ন, কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা, এবং এর পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে। এটি একইসাথে বাংলাদেশের উন্নয়ন বিষয়ক জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয় এডিবি কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সম্পর্কে

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক একটি বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক, যার মালিকানায় রয়েছে ৬৭টি সদস্য দেশ। সদস্যদের মধ্যে ৪৮টি এই অঞ্চলের এবং বাকি ১৯টি বিশ্বের অন্য অংশের। উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে এডিবি'র মূল হাতিয়ারগুলো হলো নীতি বিষয়ক সংলাপ, ঋণ, ইকুইটি বিনিয়োগ, গ্যারান্টি, অনুদান এবং কারিগরি সহায়তা।

২০১৭ সালে ঋণের পরিমাণ ছিলো ১৮.৭২ বিলিয়ন ডলার (১১১টি প্রকল্পে) যেখানে কারিগরি সহায়তা ছিলো ২০০.৫৩ মিলিয়ন (২৪৬টি প্রকল্পে), এবং অনুদান সহায়তা ছিলো ৫৯৭.৪৯ মিলিয়ন (২৪টি প্রকল্পে)। তাছাড়া, আনুষ্ঠানিক ঋণ ও অনুদান, সহজ শর্তের অন্যান্য সহ-অর্থায়ন এবং বাণিজ্যিক অর্থায়ন যেমন 'বি' ঋণ, ঝুঁকি স্থানান্তর ব্যবস্থাপনা, গ্যারান্টি সহ-অর্থায়ন, সমান্তরাল ঋণ, সমান্তরাল ইকুইটি এবং এডিবি'র বাণিজ্যিক অর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় সহ-অর্থায়ন হিসাবে প্রত্যক্ষ মূল্য-সংযোজিত সহ-অর্থায়নের মাধ্যমে ১১.৯২ বিলিয়ন ডলার আদায় হয়েছে। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এডিবি'র বার্ষিক ঋণ প্রদানের গড় দাঁড়িয়েছে ১৪.৫৫ বিলিয়ন ডলার। তাছাড়া একই সময়ে এডিবি এবং বিশেষ তহবিলসমূহ কর্তৃক অর্থায়িত বিনিয়োগ অনুদান ও কারিগরি সহায়তার গড় দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬১৭.৭৪ মিলিয়ন ডলার এবং ১৬৬.২৮ মিলিয়ন ডলার। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সহ-অর্থায়ন বাদে ৪৪টি দেশে ২,৯৫৫টি প্রকল্পে মোট ২৫৫.১৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৮.৩৬ বিলিয়ন ডলার অনুদান হিসেবে এবং আঞ্চলিক কারিগরি সহায়তা অনুদান'সহ ৪.২৭ বিলিয়ন ডলারের কারিগরি সহায়তা অনুদান হিসেবে দেয়া হয়েছে।

যোগাযোগ

বাংলাদেশ আবাসিক মিশন
বাড়ি ই-৩১, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
বাংলাদেশ
টেলিফোন +৮৮০ ২ ৫৫৬৬ ৭০০০
ফ্যাক্স +৮৮০ ২ ৯১১৭৯২৫-২৬
adbbrm@adb.org
www.adb.org/bangladesh

এডিবি সদর দপ্তর
৬ এডিবি এভিনিউ, মান্দালুয়ং সিটি
১৫৫০ মেট্রো ম্যানিলা, ফিলিপাইন
টেলিফোন +৬৩ ২ ৬৩২ ৪৪৪৪
ফ্যাক্স +৬৩ ২ ৬৩৬ ২৪৪৪

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন +৮৮০ ২ ৯১১ ৩৭৪৩
ফ্যাক্স +৮৮০ ২ ৯১৮ ০৭৮৮
secretary@erd.gov.bd

গুরুত্বপূর্ণ এডিবি ওয়েবসাইটসমূহ
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
www.adb.org

এশীয় উন্নয়ন পূর্বাভাস
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook

বার্ষিক প্রতিবেদন
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

পাঠাগার ভাণ্ডার
www.adb.org/publications/depositories

উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সূচকের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য দেখুন:

পরিসংখ্যান ও উপাত্তভাণ্ডার
www.adb.org/data/statistics

এই প্রকাশনায় "$" বলতে মার্কিন ডলার বোঝানো হয়েছে। অন্য কিছু উল্লেখ না থাকলে সংখ্যাগুলো এডিবি কর্তৃক হিসেবকৃত। তথ্য-উপাত্তগুলো ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সাল পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। তথ্যপত্রগুলো বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিবছর এপ্রিলে হালনাগাদ করা হয়।